দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 07 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

ঢাবি সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত

৭৭ ভুয়া শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইস্যুর নিষ্পত্তি হল

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে চিহ্নিত ৭৭ জন ভুয়া শিক্ষার্থীর ভর্তিতে অনিয়ম প্রমাণিত হওয়ায় তাদের ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। চিহ্নিত আরো ৮৩ জন শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়া হবে। কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে এঁদের ভর্তিও বাতিল হবে। গত মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। সভায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বহুল আলোচিত ৫২ প্রথম শ্রেণীর বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সংশোধিত ফলাফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ভুয়া ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কমিটি সিন্ডিকেট সভায় (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

৭৭ ভুয়া শিক্ষার্থীর

(১৬শ পৃঃ পর)

তাদের চতুর্থ প্রতিবেদনে ৮৩ জন ভুয়া শিক্ষার্থীর তালিকা পেশ করে। এর আগে তিন দফা প্রতিবেদনে ৭৭ জনের তালিকা পেশ করা হয়। এর মধ্যে প্রথম দফায় ৩১, দ্বিতীয় দফায় ২২ এবং তৃতীয় দফায় ২৪ জনের তালিকা দেয়া হয়। এদের ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ভুয়া ভর্তি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে সিন্ডিকেট সদস্য সাদেক খানকে প্রধান করে একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ভুয়া ভর্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাও নিয়েছে। তবে কর্মচারীদের অভিযোগ ভুয়া ভর্তির সঙ্গে অনেক শিক্ষকের সংশ্লিষ্টতা থাকলেও পরিকল্পিতভাবে কেবল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

এদিকে প্রায় দেড় বছর তদন্ত শেষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বহুল আলোচিত ৫২ প্রথম শ্রেণীর ইস্যুর সমাপ্তি ঘটেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নম্বরে কোন গড়মিলের প্রমাণ না পাওয়ায় সিন্ডিকেটে পেশকৃত তথ্যানুসন্ধান কমিটির পেশকৃত রিপোর্টের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত হয়। তবে টেবুলেশনে যোগ-বিয়োগে ভুল হওয়ায় তা সংশোধন করা হয়। এতে ৫২ জন প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তর মধ্যে ৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণী এবং নতুন করে দু'জন প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে এখন মোট প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তের সংখ্যা ৫১ জন।